নিবেদন

আধুনিক জটিল জীবনের সবচেয়ে প্রশস্ত শিল্পমাধ্যম উপন্যাস। তার আঙ্গিকগত কলাকৌশলের ক্ষেত্রে পত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকেই উপকরণটির নানা প্রায়োজনিক ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ করবার মতো। অথচ বিষয়টি নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে স্বল্প কিছু আলোচনা হলেও সামগ্রিক সমীক্ষার কোন নজির আমাদের নজরে আসেনি। কৌতূহলজনক অথচ প্রায় অনালোচিত সেই বিষয়টিই আমাদের গবেষণা-কর্মের নির্বাচন। পর্যবেক্ষণের পরিধি হিসেবে আমরা নির্ধারণ করেছি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের গতি-প্রকৃতির বিবর্তনকে। পর্ব থেকে পর্বান্তরে উপন্যাসের রূপান্তরের প্রকৃতিচিহ্নগুলি আমরা সন্ধান করে নিতে চেয়েছি পত্রের পরিমিত আধার থেকে।

দীর্ঘ শ্রমের পর কাজটি সমাপ্ত করার মুহূর্তে এক ধরনের চরিতার্থতার তৃপ্তি তো এসেছেই। এ সময় অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যাঁকে, তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. ছন্দা রায়। তাঁর নিরন্তর সহযোগিতা ও সুচিন্তিত নির্দেশে আমার যাবতীয় প্রতিরোধ পেরিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার অগ্রগতিতে বিশেষভাবে স্মরণীয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ড. মানস মজুমদার এবং অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ রায়ের নাম। তাঁদের সুপরামর্শের জন্য আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যোগমায়া দেবী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. কল্যাণী চট্টোপাধ্যায় আমাকে বারেবারেই হতাশা আর অবসাদ থেকে টেনে তুলেছেন। মাতৃপ্রতিমা তাঁকে আমার প্রণাম জানাই। পারিবারিক মহলে সবার আগে স্মরণযোগ্য আমার মা শ্রীমতী আভা রায়ের কথা, যাঁর স্নেহমমতা আমার যাবতীয় শক্তির উৎস। আমার স্বামী ড. শক্তি ভদ্রের উৎসাহ ও সহযোগ ছাড়া আমার এগিয়ে চলা সম্ভবই ছিল না। আমার মেয়ে আরাত্রিকা আমার কাজের সবচেয়ে বড় আনন্দ। তার জন্য আমার অমেয় শুভকামনা রইল।